AME (ICT) RTHD
03/06/2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

# ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

তারিখ : ২৫-০৫-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সময় : ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নির্মাণাধীন ভুলতা ফ্লাইওভার সাইড অফিস।

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- ক

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় বিষয়ে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

২.২ সভায় উপস্থিত জাতীয় সংসদের নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক এবং নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবু ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এ ধরনের একটি সভা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

২.৩ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে এ বিভাগের সচিব ছাড়াও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ডিআইজি হাইওয়ে, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সওজ ঢাকা, সিলেট ও কুমিল্লা জোন, প্রকল্প পরিচালক, ভুলতা ফ্লাইওভার প্রকল্প, বিজেএমইএ, এবং এফবিসিসিআই'র সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ, জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পুলিশ সুপার নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পুলিশ সুপার হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার শিল্পাঞ্চল পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানা ও হাইওয়ে পুলিশগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.৪ সভাপতি বলেন যে, এ সভাটি ঈদ প্রস্তুতির তৃতীয় সভা। প্রথম ও দ্বিতীয় সভা ইতোমধ্যে গাজীপুরের কালিয়াকৈর ও মেঘনা টোল প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মাঠ প্রশাসনের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যানদেরকেও ডাকা হয়েছে। এ ধরনের সভার মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সম্পৃক্ততা থাকলে তা অর্থবহ হবে। চলমান/ নির্মাণাধীন কাজগুলোতে শতভাগ সাফল্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। তিনি সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য অনুরোধ জানান । সড়ক পরিবহণ মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, ফিটনেস বিহীন গাড়ি কোনো অবস্থায় রাস্তায় নামানো যাবে না। ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় বিকল হয়ে যানজট সৃষ্টি হলে বা দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার দায় এড়ানো যাবে না। অতি মুনাফা লাভের আশায় একজন গাড়ী চালককে বিরতিহীনভাবে গাড়ী চালাতে দেয়া যাবে না, ড্রাইভারদের বিশ্রাম প্রয়োজন। বিশ্রামের অভাবে

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-03

বিরতিহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে রেলক্রসিংসহ বিভিন্ন পয়েন্টে ড্রাইভাররা ঘুমিয়ে পড়ে। এতে যানজট প্রকট হওয়া ছাড়াও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বারবার বলা সত্ত্বেও যারা এ ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভাপতি, হাইওয়ে পুলিশ এবং জেলা পুলিশকে তাৎক্ষনিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ট্রাক ও কার্ভার্ড ভ্যান মালিক/শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্ধারিত ওজনের চেয়ে অতিরিক্ত পন্যবাহী যানবাহন চলাচল করতে দেয়া যাবেনা। যে কোনো ভাবেই সড়ককে সচল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে মহাসড়কের পাশে যে সব ইউএনও/ওসি আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মূলত তাদের ভূমিকাই মূখ্য। জেলা পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশের কষ্টের কথা অনুভব করে সভাপতি বলেন, আগামী ঈদ পর্যন্ত কষ্ট একটু বেশি হলেও জনস্বার্থে তা স্বীকার করে নিতে হবে। মহাসড়কে গাড়ী হঠাৎ বিকল হয়ে রাস্তায় চলাচল অনুপোযোগী হয়ে পড়লে তাৎক্ষনিক সরিয়ে নিতে মহাসড়কের পাশে পর্যাপ্ত রেকার সার্বক্ষনিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। মহাসড়কে উল্টো পথে গাড়ী চালানো এবং অতিরিক্ত পন্যবাহী যান চলাচল কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২.৫ তিনি বলেন, বর্তমানে মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ/মেরামতসহ নানা উন্নয়ন কাজ চলছে। দেশের উন্নয়ন যেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে সড়কে চলমান কোনো কাজই বন্ধ করে রাখা যাবে না। আগামী বছর রমজানে হয়ত আর এ ধরণের সভা করতে হবে না। এ বছরও আশা করি যানজট সহনীয় পর্যায় থাকবে। তিনি আরও বলেন, ঈদের ৩দিন পূর্বে থেকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দব্য ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য পরিবহন যান রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। সেই সাথে ঈদের ৪(চার) দিন পূর্বে ও ৪ (চার) দিন পরে মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে বলে তিনি নিদের্শনা প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকেও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে আসন্ন ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানার কর্মীদের একই দিন ছুটি না দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ছুটি প্রদানের অনুরোধ জানান।

২.৬ স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের একাধিক সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এ মহাসড়কের ৩টি স্থানে যানজট হয় (১) কাঁচপুর হতে ইটাখলা পর্যন্ত সড়কটিতে প্রচুর পরিমাণ ট্রাক চলাচল করে। ট্রাকগুলো গার্মেন্টস/কারখানার মালামাল ও ব্রিকফিল্ড হতে ব্রিক পরিবহন করে থাকে। যার ফলে রাস্তার সোলিং নষ্ট হয়ে যায়। দূরপাল্লার গাড়ির গতি কমে যায়। তিনি রাস্তার সোলিং মেরামতের অনুরোধ জানান। (২) যে সকল স্থানে ফ্লাইওভার রয়েছে সেখানে দুই লেন থাকলেও একলেনেই গাড়ি চলে। সড়কের পাশে আরসিসি করে লেন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আন্ডরপাস করারও প্রস্তাব করেন। (৩) এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন কাঞ্চন ব্রীজ হতে ছনপাড়া বাইপাস সড়কটি সংস্কার করা হলে প্রধান সড়কে চাপ কমবে। অতিবৃষ্টিতে বাইপাস সড়কটির বেহাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাইপাস সড়কটি যদিও সওজ এর সড়ক নয় তদুপরি উহা সংস্কারের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

2/12

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-03

২.৭ নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় মন্ত্রীর অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনিও কাঞ্চন ব্রীজ হতে ছনপাড়া বাইপাস সড়কটি এলজিইডিকে সংস্কার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, ছনপাড়া রাস্তাটি রাত ১০টার পর বন্ধ থাকে। এটিকে আরো সচল করার এবং কাঁচপুরসহ বিভিন্ন স্থানের বাজার ও স্কুল কলেজের পার্শ্বে উচ্ছেদ করে দিলে যানজট কমে আসবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৮ এ বিভাগের সচিব মহোদয় সভায় যে সমস্ত মাননীয় সংসদ সদস্যরা, স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ রাস্তার যে সমস্ত সমস্যার কথা বলেছেন, সে সমস্ত সমস্যাগুলো যথাযথভাবে সরেজমিন পরিদর্শন করে অতি দ্রুততার সাথে তা সংস্কার/মেরামত করার জন্য উপস্থিত ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি যে কোনো মূল্যে আগামী ০৮-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে সব রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। তিনি প্রকৌশলীদের প্রয়োজনে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করে যে কোনো মূল্যে রাস্তা Passable রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৯ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে এবং কাজ করছে। সভায় যেসকল নির্দেশনা ও অনুশাসন দেয়া হবে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এতে কোন প্রকার গড়িমসি বা অবহেলা সহ্য করা হবে না।

২.১০ ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ বলেন, হাইওয়ে পুলিশ অব্যাহত ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছে। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সার্বক্ষনিকভাবে হাইওয়ে পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। সড়কে অবৈধভাবে যান চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সকল প্রকার চাঁদাবাজি বন্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। তারপরও যদি কোনো তথ্যাদি দিয়ে পুলিশকে সহায়তা করা হয় তাহলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সহজ হবে। তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সকল নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

২.১১ জেলা প্রশাসক নরসিংদী মাননীয় মন্ত্রীকে মাঠ পর্যায়ে কষ্ট করে এলাকা স্বচক্ষে বাস্তবে দেখার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ঢাকা-সিলেট-নরসিংদী মহাসড়কে ব্যক্তিগত পরিবহণের চাপ অনেক বেশি। তিনি ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলের অনুমতি নিরুৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। ব্যক্তিগত যানবাহনগুলো বেশির ভাগই Internal Road এ চলাচল করে থাকে। Internal Road গুলো বেশির ভাগই জরাজীর্ণ। বিশেষ করে নারায়নগঞ্জ থেকে ভূলতা পর্যন্ত সড়কটি মেরামতের অনুরোধ জানান। নরসিংদী জেলার মাধবদী একটি উল্লেখযোগ্য জংশন, এখানে প্রায়ই যানজট হয়। এছাড়া এ জেলায় আর কোনো যানজটের তেমন সমস্যা নেই।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-03

২.১২ পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক ব্রাহ্মনবাড়িয়া উভয় বলেন যে, শাহজাদপুর ব্রিজের আবারও সংস্কার/মেরামত করা প্রয়োজন। ব্রিজটির ট্রাফিক লোড ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ প্রসংগে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, ঐ স্থানে আরেকটি প্যারালাল ব্রিজ নির্মান করার পরিকল্পনা চলছে। ব্রাহ্মনবাড়িয়া বিশ্বরোডে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বরোড (কাউতলী-কসবা-মেরাদিয়া) সড়কটি জরাজীর্ণ হওয়ায় ধীর গতিতে যানবাহন চলে। তারা এ সড়কটির মেরামত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার অনুরোধ জানান।

২.১৩ পুলিশ সুপার নরসিংদী বলেন, নরসিংদী জেলা .পুলিশ যানজটের বিষয়টি সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন করছে। মহাসড়কে পুলিশ মোতায়েন আছে। সড়কের বাকগুলো আরও সরলীকরণ প্রয়োজন। এতে যানজট হ্রাসসহ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে আসবে। ব্রীজগুলোর স্থানে যানবাহন ধীর গতিতে চলে; কারণ ব্রীজের উভয়পাশে যে জায়গা থাকে তা পর্যাপ্ত নয়। তিনি ব্রীজগুলোর পার্শ্বে সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

২.১৪ পুলিশ সুপার হাইওয়ে গাজীপুর বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর এ এলাকায় আগমন এলাকার রাস্তাঘাটগুলোকে আরো সুন্দর করে তুলবে। আন্তঃজেলা মহাসড়ক ছাড়াও এ এলাকায় কয়েকটি ব্যস্ততম সড়ক রয়েছে। এগুলো বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সড়কগুলোর ক্ষেত্রে মেরামত/সম্প্রসারণ করা হলে মহাসড়কের উপর যানজট বহুলাংশে কমে আসবে। এ প্রসংগে তিনি (১) কাঞ্চনব্রীজ-ছনপাড়া, (২) ভূলতা-গাউছিয়া, (৩) গাউছিয়া-গাজীপুর সড়কগুলোর সংস্কার করার অনুরোধ জানান।

২.১৫ সিনিয়র এ এসপি ট্রাফিক নারায়ণগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-সিলেট সড়কটি এতদঞ্চলের একটি ব্যস্ততম সড়ক। এ সড়কের একাধিক স্থানে ব্রীজ/ওভারব্রীজ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। স্বভাবত কারণেই বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রি এ সড়কের ঐ বিভিন্ন পয়েন্টে লোড আনলোড করা হয়। এ কারণে দূরপাল্লার যানবাহন ধীর গতিতে চলে। কোনো একটি গাড়ি বা নির্মাণ সামগ্রি আনা নেয়ার কাজে ব্যবহৃত লরি নষ্ট হলে বা উল্টোপথে চললে তা অপসারণের জন্য দ্রুত রেকার প্রয়োজন। তিনি পর্যাপ্ত সংখ্যক রেকার সরবরাহের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, কাঞ্চন পয়েন্টে দুই লেনে গাড়ি চলে, এ স্থানে সড়ক আরো প্রশস্ত করা প্রয়োজন।

২.১৬ উপস্থিত বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব রুস্তম আলী বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণের কল্যানে বিরতিহীনভাবে প্রচুর কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠন তার অবদানে কৃতজ্ঞ। তিনি পরিবহন শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণের অনুরোধ জানান এবং শীঘ্রই একটি খাস জায়গা নির্ধারণ করার অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী স্থান চিহ্নিত হলে আগামী নির্বাচনের আগেই তিনি পরিবহন শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-03

২.১৭ উপস্থিত বাংলাদেশ আন্তঃজিলা ট্রাক চালক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব তাজুল ইসলাম বলেন যে, বর্তমান সরকার মালিক শ্রমিক সংগঠনের জন্য একটি জন বান্ধব সরকার। সরকারের সহায়তায় পরিবহন সেক্টর বর্তমানে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত। তদুপরি তিনি রাজধানী ঢাকা হতে বর্হিগামী ৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের অনুরোধ জানান।

২.১৮ সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ডভ্যান ট্যাংকলরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক হোসেন আহম্মেদ মজুমদার বলেন যে, অধিকাংশ মহাসড়কের সার্বিক পরিস্থিতি ভাল। তবে অত্র এলাকার কাঁচপুর-ভূলতা সড়কটির লেন কম। তারাবো-সুলতানা কামাল ব্রিজ সড়কটি প্রশস্ত করা প্রয়োজন। হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ সড়কটির ১০-১৫ কিলোমিটার সড়ক মেরামত এবং মৌলভীবাজার-জুড়ি-বিয়ানীবাজার সড়কটির অসম্পূর্ণ মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। তাহলে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মহাসড়কে কোন যানজট থাকবে না। শেরপুরে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তায় যানজট হয়। সড়কটির প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হলে কোন যানজট থাকবে না।

০৩। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যানজট এবং সড়ক নিরাপত্তা ও মেরামত বিষয়ে উপরোক্ত বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। উক্ত আলোচনা ও প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত থেকে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়ঃ

- সড়কে ঈদের পূর্ব মুহূর্তে ফিটনেসবিহীন গাড়ির আধিক্য বেড়ে যায় ফলে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়;
- মহাসড়কে থ্রি-হুইলারসহ ব্যাটারিচালিত গাড়ি, ইজিবাইক ইত্যাদি চলাচল করায় যানজট সৃষ্টি হয়;
- যানজটের কাজে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলার চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত না থাকা;
- গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনগুলোতে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা কম;
- মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহনের গাড়ি চালকদের নিদিষ্ট স্থানে বিশ্রামের কোন সুযোগ না থাকা;
- নরসিংদীর Internal Roadগুলো সংস্কার না করা;
- মহাসড়কের বাকগুলোতে পর্যাপ্ত সাইন সিগন্যাল না থাকা;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার সার্বক্ষনিক প্রস্তুত না রাখা;
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সড়কের লেন বৃদ্ধি করা;
- বিকল্প সড়কগুলো সংস্কার/মেরামত করা;
- ঈদের ৩ (তিন)দিন পূর্ব থেকেই অত্যাবশ্যকীয় ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহন চলাচল উৎস স্থল থেকে নিয়ন্ত্রণ না করা;
- পুলিশের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার নিযুক্ত না থাকা;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় পর্যাপ্ত লজিষ্টিক সার্পোট না থাকা;
- মহাসড়কের কোথাও কোথাও হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশের সাথে সমন্বয় না থাকা;

০৪। সভায় উপরোক্ত সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমুহ গৃহীত হয় ঃ

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ১. | মহাসড়কের সকল ধরণের মেরামত/সংস্কার কাজ আগামী ০৮-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; | প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর |
| ২. | ঈদের ৩দিন পূর্বে থেকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দব্য ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য ভারী পরিবহন যান রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। বিজেএমই/বিকেএমই গার্মেন্টস পণ্য পরিবহনে প্রয়োজনে ট্রাক/ কাভার্ডভ্যানের সামনে যথোপযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করতে পারে; | বিজেএমই/বিকেএমই/পরিবহন মালিক সমিতি/ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন |

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

২৮২

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-03

| | | |
|---|---|---|
| ৩. | ঈদের পূর্বে ৪(চার) দিন ও পরে ৪ (চার) দিন মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে; | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ |
| ৪. | গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল মনিটরিং করতে হবে; | জেলা পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ |
| ৫. | গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তার জন্য আনসার নিয়োগ করা হবে; | জননিরাপত্তা বিভাগ |
| ৬. | ঈদের পূর্বে সড়ক/মহাসড়কের পাশে সার্বক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; | হাইওয়ে/জেলা পুলিশ/ সওজ অধিদপ্তর |
| ৭. | নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই মহাসড়কে উল্টো পথে গাড়ী চলাচল এবং থ্রি-হুইলার চলতে দেয়া যাবে না; | বিআরটিএ/জেলা প্রশাসক/ সিটি কর্পোরেশন/জেলা পুলিশ |
| ৮. | জেলা পুলিশ, জেলাপ্রশাসন তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে তারা সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে করণীয় নির্ধারণ করবেন; | জেলা পুলিশ/জেলা প্রশাসন |
| ৯. | আসন্ন ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানায় কর্মরত গার্মেন্টস কর্মীদের একই দিন ছুটি প্রদান না করে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ছুটি ঘোষণা করতে হবে; | বিজেএমই/বিকেএমইই/এফ বিসিসিআই |

০৫। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ওবায়দুল কাদের এমপি)
মন্ত্রী

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-03

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০২০.১৮.(অংশ-১)-২৮৬ তারিখ: ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
৫. অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬. যুগ্মসচিব, নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/কুমিল্লা/সিলেট জোন
৯. প্রকল্প পরিচালক, ভূলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১০. জেলা প্রশাসক, নরসিংদী / ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১১. পুলিশ সুপার, নরসিংদী / ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১২. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর
১৩. পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জ
১৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল
১৫. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১৬. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২১/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫
১৭. খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
১৮. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডাঃ, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
১৯ নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/ নরসিংদী
২০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রুপগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ/ নরসিংদী সদর
২১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রুপগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ/ নরসিংদী সদর
২২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হাইওয়ে পুলিশ, কাঁচপুর/ নরসিংদী/ ইটাখোলা হাইওয়ে থানা
২৩. জনাব হোসেন আহম্মেদ মজুমদার, সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ট্রাক, কভার্ডভ্যান ট্যাংক-লরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ২৩৫ মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
২৪. জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃ জিলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন, ৪৯./৪, কোর্টবাড়ী, গাবতলী, ঢাকা।

৩১/০৫/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৬১২২৫

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০২০.১৮.(অংশ-১)-২৮৬/১(১০) তারিখ: ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্রগ্রাম
৭. ডিআইজি রেঞ্জ, ঢাকা/চট্রগ্রাম
৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

৩১/০৫/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-03